ট। র। ন্টো

নিরুদ্দেশ যাত্রা

gv wKQ e‡j bv bxie n‡q _v‡K| †Q‡j eS‡Z cv‡i gv‡qi fvlv| bv ejv Kvi A_| `i cev‡m gv‡qi ¯§wZ wb‡q Ui‡›Uv †_‡K wj‡L‡Qb Rwmg gwj-K

বয়স হয়ে গেলে মানুষের কথা বলার ঝোঁক বেড়ে যায়। আমার মায়ের যেমন আমাকে অনেক কথা বলার আছে। আমি জানি অনেক না বলা কথা আমার মা জমা করে রেখেছেন। একদিন হয়তো সব কথা বলবেন। কবে কে জানে! হয়তো তা খুব শীঘ্রই, হয়তো আর কখনোই না। আমরা কি আর সব জানি! কত কি আমাদের জানার বাইরে। আজকাল কথা বলতে গিয়ে মা তাল হারিয়ে ফেলেন। একটার সঙ্গে আর একটার কোনো মিল নেই। আবোল-তাবোল, অর্থহীন পুরনো দিনের কথা বলতে বলতে ভুল হয়ে যায়, এক কথা থেকে পারম্পর্যহীন আর এক কথা এসে পড়ে, কখনো ভবিষ্যৎ চাকরি, ছেলেমেয়ে কিংবা রোগা হয়ে যাওয়া চেহারার কথা বলতে বলতে সম্পূর্ণ অবাস্তব জগতে চলে যায় মা, বলে, একটা বাড়ি করবি বাপের ভিটায়, আমি দেখে যেতে চাই তুই কিছু করেছিস, কখনোই তো বৈষয়িক হতে পারলি না। পুরো তেরো কাঠা জমির ঘেরওয়ালা, ছটা আম, চারটে কাঁঠাল, একটা আমড়া, সজনে, দশটা সুপারি আর দশটা নারকেল গাছ লাগাবি। গোয়ালঘরের চালের ওপর লকলকিয়ে উঠবে লাউডগা। কোনো সুদূর ছেলেবেলায় দেখা পুরনো ছবিটাকে মা আবার টেনে এনে দূর ভবিষ্যতের গায়ে টাঙ্গিয়ে রাখছেন। এভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে মা ধীর পায়ে মৃত্যুর দিকে। দীর্ঘ সব ঘুমহীন রাত জেগে ভাবতে ভাবতে মা'র মনে সব অতীত ভবিষ্যৎ গুলিয়ে ওঠে, জট পাকায়। বুদ্বুদের মতোই তখন মার মুখে কথা ভেসে ওঠে। কথা বলতে বলতে আস্তে আস্তে হালকা হয়ে যায় মায়ের মন, আর তখন এসব একা একা দীর্ঘ দিনরাত্রিগুলোকে আর একটু সহনীয় মনে হয় মার।

সেই দৃশ্যগুলোর আর জন্ম হবে কি কোনদিন? স্টিমার রকেটটি ভোঁ দিয়ে যখন ঘাটে থামে তখনও রয়ে যায় অন্ধকার। পনেরো মিনিটের মাত্র রিকশা পথ। মনে হয় পথ আর ফুরোয় না। আকাশভরা তারা, আর পূর্বদিকে আকাশের রঙ ময়ূরের গলার মতো রঙিন। সামান্য ঠান্ডা অনুভূত হয় ভোরের সকালে। সেই হিম ধুয়ে দেয় বাতাসকে। বাতাস এখন বড় পবিত্র, বড় উদার। একটু পরেই এক অপার্থিব দৃশ্যের অবতারণা হবে। এই একটি মূহূর্তের জন্যে এক বছরের অপেক্ষা থাকে। ঘরের সামনে যখন রিকশাটা থামে, দেখা যাবে মাথায় ঘোমটা টানা ছোট্ট বুড়িয়ে যাওয়া মানুষটি দাঁড়িয়ে আছে। নিদ্রাহীন চোখে ক্লান্তির ছাপ। আমাকে জড়িয়ে ধরেন। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে পাগলের মতো আদর করতে থাকেন। তারপর বাচ্চাদের মতো লুকিয়ে কাঁদেন, অন্যে কেউ টের না পায়। আমি হচ্ছি মায়ের সর্বশেষ সন্তান, যাকে মা কখনোই ভালোমতো কাছে পায়নি। আর কি পাবে? মায়ের শূন্য কোলকে আমি ভরিয়ে তুলতে পারিনি। কিছুই শেষ পর্যন্ত আমার হয় না। সব কেমন যেনো একদিন অনেক দূরের হয়ে যায়। বাড়িতে গেলে যে ক'টা দিন মায়ের কাছে থাকা হয়, মা কেবল গল্প করে। নদী, নৌকা আর গাছগাছালির গল্প। মায়ের হাতে জাদু ছিল। মাটি কথা বলতো মায়ের সঙ্গে। যা কিছু মায়ের হাতে রোপণ করা হতো তাই লকলকিয়ে উঠতো। মাছ ধরা আর পিঠে পায়েসের গল্প। একঘেঁয়ে, তবু কান পেতে শুনি আমি। ছোটবেলায় যখন বছরে দু'তিন মাস মায়ের সঙ্গে তার বাপের বাড়িতে থাকতাম, তখন নদী, নৌকো, মাছ আর ধান আমার অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। এখন সেই সব গল্প করে মা, মায়ের গলায় জল-মাটির নোনা আর সোঁদা গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে যায়। তবু সবকিছু ছাপিয়ে ওঠে সেই পিঁপড়ার কামড়, শেষ রাত্রির আবছায়ায় ঘুম ও স্তব্ধতার মধ্যে এক অলৌকিক নিরুদ্দেশ যাত্রা। রাত বাড়তে থাকলে মায়ের সঙ্গে আমার জমে ওঠে। মা অপেক্ষায় থাকেন কখন আমি ঘরে ফিরবো, কখন আমাকে একা পাওয়া যাবে। অদ্ভুতভাবে মা তাকিয়ে থাকেন ঘোলা চোখে আমার দিকে। ভাবেন এই কি আমার সন্তান? আমি কি একে চিনি ভালোমতো? একদিন ছোটবেলায় মা আমাকে অদ্ভুত একটি প্রশ্ন করেছিলেন! তুমি তো কখনো আমার কাছে কিছু চাও না, কারণটা কি? আমি লাজুক হেসে বলেছিলাম, আমি তো আপনার ছেলে, চাইতে হবে কেন! আপনি কি বোঝেন না সন্তানের প্রয়োজন। মা তখন বলেছিলেন, সন্তান না কানলে মায়েও দুধ দেয় না। খুব মনে পড়ে মায়ের সে সব কথা। আর কি মা এমন বলবে আমাকে? ছোটবেলায় মা সবসময় সততা আর আদর্শের কথাই বলেছেন। অন্যকে আঘাত না করার কথা বলেছেন। একজন নিরক্ষর মানুষ হয়েও এতখানি ধৈর্য, সহনশীলতা আর মানবতা আমি খুব বেশি মানুষের দেখিনি। খুব শৈশবে পিতৃহীন হওয়ার কারণে আমার মা অসম্ভব এক যুদ্ধের ময়দানে লড়াই করে গেছেন সারাটা জীবন। এখন মা বলেন, আমি শুধু বেঁচে আছি তোকে একবার দেখার জন্য। এ রকমই সব মায়েরা। আমরা যত প্রবাসী আছি, সবার মায়েরাই এ রকম। যাদের মা নেই, তারাও এমনই ছিলেন। মা হওয়া সত্যিই বড় কষ্টের। তাইতো মায়ের ঋণ কোনোদিন শোধ হয় না। মায়েরা শুধুই সন্তানের অপেক্ষা করেন।

সে দিনের আকাশেও সপ্তর্ষি ছিল, ছায়াপথ ছিল না। মা বসে থাকেন পাশে। পিঠে হাত বোলান। কথা বলেন না। এভাবেই নীরবে মাতা-পুত্রের সময় পার হয়ে যায়। ধুলারাশির মতো আকীর্ণ নক্ষত্রপুঞ্জ বিপুল একটি অনির্দিষ্ট পথের মতো পড়ে থাকে, ওখানে রোজ ঝড় ওঠে, ঝড়ো হাওয়ায় নক্ষত্রের গুঁড়ো উড়ে সমস্ত আকাশে ছড়ায়। সপ্তর্ষির চেহারা শান্ত। প্রশ্নচিহ্নের মতো। ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগতের সীমায় বসে আছেন সাতজন শান্ত-সমাহিত ঋষি। মৃত্যুর পর থাকে কি কোনো চেতনা? অথবা আর একবার কি জন্ম নেয়া যায়? মৃত্যু, মহান একটি ঘুম, তার বেশি কিছু না। ছেলেবেলায় মেলার শেষে ফাঁকা মাঠে শুয়ে থেকে আকাশ দেখা হতো। দেখতে দেখতে কোনো শূন্যতায় পৌঁছে যেতো মন। পার্থিব কোনকিছুই আর মনে থাকতো না। তখন আকাশে থাকতেন দেবতারা, মানুষের ইচ্ছা পূরণ করতেন। আজ তাঁরা কেউ নেই- না মনে, না আকাশে। তবু আজও সপ্তর্ষির অদৃশ্য আলো শরীর আর মনে অনুভব করা যায়।

আবার যদি দেখা হয় মায়ের সঙ্গে। আবার যদি! আমার মাথায় একটু হাত রাখো তো মা, একটু হাত রাখো।

মা মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, কেন রে?

সব ভুলিয়ে দাও তো মা, ভুলিয়ে দাও তো।

বুদ্ধি, স্মৃতি, অবস্থা ভুলিয়ে দাও। আবার ছোট হয়ে কোলে ফিরে যাই।

Toronto
Jasim_mallik@hotmail.com

ল | ন্ড | ন

কফির এক আড্ডায়...

সম্প্রতি বিলেতে ব্রিকলেনের একটি সন্ধ্যা জমে উঠেছিল সাতকাহনের লেখক সমরেশ মজুমদারের সঙ্গে কথোপকথনে-আড্ডায়। সোনারগাঁও রেস্টুরেন্টের বেজম্যান্টে অনুষ্ঠিত আলোচনায় উপস্থিত হয়েছিলেন বিলেতের বাংলা মিডিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিবর্গ। সমরেশ মজুমদার তাঁর অনূদিত নতুন গ্রন্থ Leaves of Blood-এর লঞ্চিংয়ে যাচ্ছিলেন স্টেটসে। উড়াল পথে লন্ডন এবং লন্ডনের বাঙালিদের অবস্থান-উপস্থিতিকে বিবেচনায় রেখে এ যাত্রা বিরতি এবং বাংলা টাউন আগমন। মাসুদা ভাট্টির উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত আলোচনার শুরুতে বইটির প্রকাশক অনুবাদের গুরুত্ব ও সমরেশ মজুমদার সম্পর্কে দু-একটির কথা বলেছেন। তারপর লেখক স্বয়ং ব্যাখ্যা করেছেন এই বইয়ের উপজীব্য ও অনুবাদের গুরুত্ব এবং এর মাধ্যমে আরো পাঠকদের কাছে পৌঁছানোর বিষয়টি নিয়ে।

সমরেশ মজুমদারের জন্ম এবং শৈশবের বেড়ে ওঠা চা-বাগানে। চা-বাগান নিয়ে তার লেখালেখি সবসময়ই তাই এতো জীবন্ত ও বিশ্বাসযোগ্য। একজন মানুষ যখন স্পর্শকাতর থাকেন তখন পরিণত বয়সেও তিনি একটানে শৈশব থেকে যেকোনো ঘটনা তুলে এনে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিতে পারেন। স্পর্শকাতর মানুষটি যদি লেখক হন তাহলে সেই বর্ণনা থেকেই জন্ম দিতে পারে মহৎ সাহিত্য। সমরেশ মজুমদার এই বইয়ে বাগানের নির্জনতা- সৌন্দর্য বা চা-শ্রমিকদের মানবিক সাদামাটা জীবনযাপন বর্ণনা দিয়েই সন্তুষ্ট থাকেননি- এবার তিনি খুঁজেছেন চা-বাগানের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অন্যান্য শোষণ- অনাচার যা প্রতিবিম্বিত করতে গিয়ে বইটিরও নাম হয়েছে Leaves of Blood। বইটির বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করবার পর যখনই অনুবাদ প্রসঙ্গে কথা ওঠে বা ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে আরো আরো পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ বা নিকটে পৌঁছে যাবার প্রচেষ্টা নিয়ে আলোচনা হয় তখনই চমৎকার একটি সমালোচনার পরিবেশনও তৈরি হয়। আসে যুক্তি পাল্টা যুক্তি। মাসুদ রানা, অমরনাথ চক্রবর্তী, মনজুরুল আজিম পলাশ, সৈয়দ মনসুরউদ্দিন, আফতাব আহমেদ, ইশহাক কাজল, নূর মনিসহ আরো অনেকে এই আলোচনা-সমালোচনায় অংশগ্রহণ করে অনুষ্ঠানটির আপাত নিরীহ শুরুর অনেকটা একপেশে ও নীরব পরিবেশটিকে এবার বেশ জীবন্ত করে তুলেন। যেহেতু লেখক উপস্থিত, আলোচনা স্বাভাবিক কারণেই শুধু তার সাম্প্রতিক একটি বইয়ে সীমাবদ্ধ থাকতে চায়নি- একপর্যায়ে কথা ওঠে বাংলা ভাষা, বাঙালিত্ব ও তৃতীয় বাংলা নিয়েও। তিনি কোনো রকমের কৃপণতা কিংবা জড়তা ছাড়াই বাংলা ভাষা ও বাঙালিত্ব চর্চায় বাংলাদেশের বাঙালিদের ভূয়সী প্রশংসা করে কিছুদিন আগের দেশ পত্রিকার সম্পাদকীয় বক্তব্যকেই যেনো এক অর্থে সমর্থন করলেন। বাংলা ভাষা ও বাঙালিত্ব অক্ষুণ্ন রেখেও অনুবাদ সাহিত্য বা ইংরেজি ভাষার সাহিত্য যে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়- এই বিষয়টি নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। কথা হয় ম্যাক্সিম গোর্কি, টলস্টয় কিংবা ভিক্টোর হুগো আমরা জানতাম না যদি বাংলা ভাষায় তাদের অনূদিত সাহিত্য না পড়তাম। আবার এও কথা হয়, সাহিত্য বা সংস্কৃতি মাস্টারি করে কাউকে শিখানো যায় না, এই মাস্টারি করবার প্রবণতা যে একধরনের সামন্ত সমস্যা এই বিষয়টিরও পরোক্ষ মতামত ব্যক্ত করেছেন কেউ কেউ।

আলোচনা হয়, যে ভাষায় সাহিত্য কর্মটি রচিত হচ্ছে তা যদি অভ্যন্তরীণভাবে শক্তিশালী না হয় তাহলে শুধু অনুবাদ এমনকি ইংরেজি অনুবাদ তাকে শেষ রক্ষা করতে পারে না। দুর্বল বিষয়ে ইংরেজি বই পৃথিবীতে কম নেই। সমরেশ মজুমদার এক পর্যায়ে বাংলাদেশের লেখকদের মধ্যে শওকত ওসমান, হুমায়ুন আজাদ, সৈয়দ শামসুল হক, মুহাম্মদ জাফর ইকবালের লেখা পড়েন বলে জানিয়েছেন।

এ পর্যন্ত প্রায় ১৫০টির অধিক বইয়ের লেখক, ভারতের সাহিত্য একাডেমি ও আনন্দ পুরস্কারপ্রাপ্ত সমরেশ মজুমদার এই আলোচনা-আড্ডাটি আয়োজন করবার জন্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সবাই এতে অংশগ্রহণ করাতে বিলেতের বাঙালি কমিউনিটির প্রতি তার উষ্ণমুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন। উপস্থিত সবাইকেও তার নতুন বইয়ের প্রসার কামনা করেছেন।

মনজুরুল আজিম পলাশ
লন্ডন, যুক্তরাজ্য

টো | কি | ও

জাপানিজ পত্রিকায় জর্জ হ্যারিসন ও বাংলাদেশ

জাপানের পত্রিকায় বাংলাদেশ প্রসঙ্গ

সত্তর দশকের ব্যান্ড সঙ্গীতের সঙ্গে যারা পরিচিত তারা জর্জ হ্যারিসনের নাম জানেন না এমন লোক পাওয়া মুশকিল। ব্যান্ড দল বিটলসের অপরিহার্য সদস্য ছিলেন জর্জ হ্যারিসন। ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত সেতার বাদক পন্ডিত রবিশংকর ছিলেন তার বন্ধু। ১৯৭১ সালে জর্জ রবিশংকরের কাছ থেকে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক নিরীহ পূর্ব পাকিস্তানিদের ওপর নৃশংস বর্বরতার কথা জানতে পারেন। স্বাধীনতাকামী বাংলাদেশীদের দুঃখ-দুর্দশা, দুঃসহ জীবন এবং বীরত্বের কথা জেনে বাংলাদেশীর জন্য কিছু একটা করার তাগিদ অনুভব করেন। তিনি সমমনা শিল্পীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে স্বাধীনতাকামী বাংলাদেশীদের জন্য আর্থিক সহায়তাসহ সারা পৃথিবীর বিবেককে জাগানোর মনস্থির করলেন।

তার ডাকে সাড়া দিয়ে বব ডিলান, অ্যারিক ক্লাপটন, রিংগ স্টারদের মতো প্রখ্যাত মিউজিশিয়ান সবাই একত্রিত হয়ে ১৯৭১ সালে নিউইয়র্কের 'ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেন'-এ বাংলাদেশের জন্য কনসার্ট (The Concert For Bangladesh) নামে একটি কনসার্টের আয়োজন করে পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। এই কনসার্টের আগে যারা বাংলাদেশের মুক্তিকামী সংগ্রামী জনগোষ্ঠীর কথা জানতে পারেননি, মিডিয়ার কল্যাণে মুহূর্তের মধ্যে তারা জানতে সক্ষম হন। কনসার্টের গানের LP (বর্তমানে CD) বিক্রীত আয় ইউনিসেফের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য প্রেরণ করা হয়। ২০০৫ সালে তা DVD আকারে বাজারজাত করা হয়। এবং এর রয়্যালিটি থেকে ইউনিসেফকে সহায়তা করা হবে।

রাহমান মনি, টোকিও, জাপান
Mainichi Chugakusei News Paper
অবলম্বনে

সি | ঙ্গা | পু | র

বাংলা সংস্কৃতি এবং অন্যান্য...

সিঙ্গাপুর বহু ভাষাভাষি মানুষের আশ্রয়স্থল। এ দেশের স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে যথাক্রমে চায়নিজ, মালয় (মুসলিম) এবং ইন্ডিয়ান তামিলদের সংখ্যাই বেশি। সংখ্যানুপাতে চায়নিজ প্রথম, মালয় দ্বিতীয় এবং তামিলরা তৃতীয় অবস্থানে। এই তিনটি বিশেষ জাতিতে ভাষাগত, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগত পরিচয় ভিন্ন ভিন্ন হলেও তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি বেশ উদার মানসিকতাসম্পন্ন। জাতি বিভেদহীন পরমতসহিষ্ণুতার এক বিরল দৃষ্টান্ত হয়ে পৃথিবীর মানচিত্রে এই ক্ষুদ্র দেশটি নিজেদের পরিচয় তুলে ধরেছে। চার মিলিয়ন স্থায়ী নাগরিক ছাড়াও নানা ভাষা ও বর্ণের কয়েক লাখ অভিবাসীদের এ দেশে বসবাস। অভিবাসীরাও এ দেশী নাগরিকদের কাছ থেকে কোনো রকম বৈষম্যমূলক আচরণ থেকে পুরোপুরি মুক্ত। এখানে বাংলা ভাষাভাষি অভিবাসীদের সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার। এ দেশের রাস্তাঘাট, সরকারি কার্যালয় এমনকি যানবাহন ও নিরাপত্তা-সংবলিত সাইনবোর্ড অথবা ইলেট্রিক স্ক্রিনে বাংলা লেখায় বিশেষ কোনো পণ্যের বিজ্ঞাপন যখন চোখে পড়ে তখন গর্বে বুকটা ভরে যায়। যে ভাষা ও বর্ণের জন্য বীর বাঙালিরা শহীদ হয়েছিলেন। শৈশবে আমাদের মায়েরা যে বাংলা বর্ণ শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেই বর্ণ আজ চায়নিজ, মালয় এবং ইংরেজির পাশাপাশি নিয়ন আলোয় জায়গা করে নিয়েছে। পরক্ষণেই ভাবি... এই গর্ববোধটাই কি আমাদের জন্য যথেষ্ট? নাকি আরো কিছুর প্রয়োজন। যেখানে সাংস্কৃতিক বিভাজন সত্ত্বেও সিঙ্গাপুরের মতো একটি দেশ শ্রেণীবৈষম্যের কলঙ্ক থেকে মুক্ত (থাকতে পারে) সেখানে আমাদের বাংলাদেশ একটি অভিন্ন সাংস্কৃতিক দেশ হয়ে কেন শ্রেণী-বৈষম্যের আঁচড় থেকে মুক্ত নয়? একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারীদের উসকানিমূলক বক্তব্যে খুঁচিয়ে তোলে। তারপর দলীয় ছত্রছায়ায় থেকে বাংলা গেলো, সংস্কৃতি গেলো বলে আস্ফালন করে। সংস্কৃতি চর্চায় বা সংস্কৃতি রক্ষায় তারা কতটা অন্তঃপ্রাণ সে প্রশ্নটা থেকেই যায়! আমাদের মনে রাখতে হবে, অতিরিক্ত বাক-বিতন্ডায় শ্রেণী বিভেদকারীদের ধ্বংস করা যাবে না। নিজেদের শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদদদাতার অভিযোগ থেকে মুক্ত রাখতে হবে।

আসুন আমরা আপন সংস্কৃতি বিকাশে সব মতভেদ ভুলে দেশ ও জাতির স্বার্থে একাত্ম হই।

Md. Alamin Ahmed
Mewcast Marine Pte
7, Tuas View Circvit
Singapore-637642

প্র বা সী দে র প্র তি

প্রবাস জীবন তুলে ধরবে প্রবাসী বাঙালীদের জীবনযাপন মনন চেতনার চালচিত্র। দেশের পাঠকরা দেশে বসে প্রবাসকে পুরোপুরি জানতে চায়। লেখার সঙ্গে ছবি দিন। সম্পূর্ণ ঠিকানা (ফোন ই-মেইলসহ) দিতে ভুলবেন না এমনকি ঠিকানা না ছাপতে চাইলেও।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা ঃ

প্রবাস জীবন
The Shaptahik 2000
96/97 New Eskaton Road
Dhaka-1000, Bangladesh.

probash@shaptahik2000.com